আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥]

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে’’।
সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৫

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পর্দা- মহান রবের আনুগত্যের একটি রুপায়ন:
১ম পর্ব (পোষাক ও সতর)

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

ডা মাহবুবা রেহানা রাহীন

কেনো (পর্দা) ইবাদাতের এই বিধান জানতে হবে?

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্থ ও সন্তপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে। সূরা আল-বাকারা: ৩৮-৩৯

মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য... সূরা আল-বাকারা: ২

মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না, কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে। সূরা আল-মায়েদা: ৬

মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হবে না। সূরা আল-বাকারা: ২৮১

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। সূরা আল-আহযাব: ২১

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। সূরা যারিয়াতঃ ৫৬

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। সূরা আল-আহযাব: ৩৬

মহান আল্লাহ তা’লা বলেছেন:
মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই - যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। সূরা আন-নূর: ৫১-৫২

আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো - যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। সূরা আন-নিসা: ৬১

না, হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু’মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। সূরা আন-নিসা: ৬৫
আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

“আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন -তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী”। [সূরা আন-নিসা: ৬৯]

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’লার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না। সূরা আনফাল: ২০-২২

নবী সা: বলেছেন, আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করেছে (তারা ব্যতিত)। (উপস্থিত সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন, কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার (দ্বীনের) আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করবে সে-ই অস্বীকার করে। সহীহ বুখারী: ৬৭৭১

পর্দা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও গুরুত্বপূর্ণ ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে সৌন্দর্য প্রদর্শনকে নিষেধ করে পর্দার আদেশ দেন, তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে বেপর্দার নিষেধাজ্ঞা জারি করে পর্দার আদেশ জারি করেন। পর্দা ফরযের ব্যাপারে পূর্বের ও বর্তমানের আলিমগণ একমত। নারী-পুরুষের পর্দার বিধান নিয়ে আমরা আলোচনাটি কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেই:

১। নারী ও পুরুষের পোশাক
২। নারী ও পুরুষের সতর
৩। নারী ও পুরুষের পর্দা

১। নারী ও পুরুষের পোশাক

মানুষ যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যসব প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তার অন্যতম পোশাক। মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও খায়, ঘুমায় এবং জৈবিক চাহিদা মেটায়। তারাও তাদের আব্রু ঢাকে। তবে তা প্রকৃতির নিয়মে। প্রাণীরা মানুষের মতো আপন লজ্জাস্থান ঢাকে না ঠিক। তবে আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবেই তাদের লজ্জাস্থান স্থাপন করেছেন কিছুটা আড়ালে। প্রাণীদের মধ্যেও আছে লজ্জার ভূষণ। ইরশাদ হয়েছে---
অতঃপর সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বার অধঃপতিত করল। এরপর যখন তার সে গাছের ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু। আরাফঃ ২২
পোশাক মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বাস-প্রত্যয় ও মূল্যবোধেরও পরিচয় বহন করে। তাই এক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামী শরীয়ত মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাপের বা ডিজাইনের পোশাক আবশ্যিক করে দেয়নি, তবে এমন কিছু শর্ত ও মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের পক্ষেই মেনে চলা সম্ভব এবং এর মধ্যেই রয়েছে শালীনতা ও কল্যাণ। কাজেই ইসলাম নির্দেশিত মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে স্থান, কাল, পরিবেশ ও আবহাওয়াভেদে যে কোন পোশাকই ইসলামে জায়েয। পোশাক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লারই দান।

পোশাক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লারই দান। তিনিই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন:

হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।সূরা আরাফ: ২৬

তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।সূরা আন-নহল: ৮১

আয়াত থেকে পোশাকের চারটি মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়:

১। লজ্জাস্থানকে আবৃত করে বা অন্তরালে রাখে।
২। সৌন্দর্য বিধান করে।
৩। তাকওয়া বা আল্লাহভীতির পরিচয় বহন করে।
৪। দেহকে সুরক্ষিত রাখে।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সা: বলেছেন, দুই শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। একশ্রেণীর হলো, যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক রয়েছে, যা দিয়ে তারা মানুষকে মারে। আর দ্বিতীয় শ্রেনী হলো, যে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরেও উলংগ। তারা নিজেরাও বিপথগামী হয়েছে এবং অন্যদেরকেও বিপথগামী করেছে। তাদের মাথা বুখতি উটের কুঁজের মত একদিকে ঝুঁকানো। তারা না জান্নাতে যেতে পারবে, আর না জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। যদিও তার সুঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিম: ৫৪১৯

পোশাক পাতলা ও আঁটসাঁট হওয়া যাবে না।

ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল (সা:) ঐসব পুরুষকে লা'নত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। সহীহ বুখারী: ৫৪৬৫, তিরমিযী: ২৭২২

এখানে লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র পোশাকই নয় বরং বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের অনুকরণ ও সাদৃশ্যকেও অভিসম্পাত করেছেন। তাই এক ব্যক্তি আয়েশা রা:কে পুরুষের জুতা পরিধানকারিণী এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সা: পুরুষের বেশ ধারনকারিণী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। আবু দাউদ: ৪০৫৫

পোশাক বিপরীত লিঙ্গের সদৃশ হবে না।

আনাস রা: বলেন, রাসূল সা: পুরুষদেরকে জাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। সহীহ বুখারী: ৫৪২১

আলী ইবনে তালিব রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সা: কাসসী (একপ্রকার রেশমী কাপড়), হলুদ বর্ণের কাপড়, সোনার আংটি এবং রুকুতে কুরআন পাঠকে নিষেধ করেছেন।সহীহ মুসলিম: ৫২৭৬

জাবির রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সা: বাম হাতে পানাহার করতে, একপায়ে জুতা পরে পথ চলতে, এক কাপড়ে পুরো শরীর ঢাকতে এবং এক কাপড় পরিধান করে হাঁটু পর্যন্ত পেঁচিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। এতে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। সহীহ মুসলিম: ৫৩৩৮

রেশমী কাপড় (সিল্ক), জাফরান রং-এর পোশাক এবং এক কাপড়ের পোশাক যা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা পুরুষদের জন্য নিষেধ।

আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি গদি বা আসন কিনলেন। নবী সা: এটি দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি আল্লাহর দরবারে আমার গুনাহ থেকে তওবা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। তিনি বলেন, এসব ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যে জিনিষ তোমরা বানিয়েছ, তাতে জীবন দান করো। ফেরেশতারা কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে প্রাণীর ছবি থাকে। সহীহ বুখারী: ৫৫২৪

প্রাণীর ছবি সম্বলিত পোশাক পড়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»
“পুরুষরা গন্ধ পাবে এমন উদ্দেশ্যে আতর মেখে কোনো মহিলা যদি পুরুষদের মাঝে গমন করে তাহলে সে একজন ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে”।মুসনাদে আহমদ; সুনান নাসাঈ; মিশকাত, ১০৬৫

যে মহিলা গায়ে সুগন্ধি মেখে মসজিদের দিকে বের হয় এজন্য যে, তার সুবাস পাওয়া যাবে, তাহলে তার সালাত তদবধি গৃহীত হবে না যে পর্যন্ত না সে নাপাকীর নিমিত্ত ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে” মুসনাদে আহমদ ২/৪৪৪; সহীহুল জামে‘ নং ২৭০৩।

নারীর জন্য বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধিমক্ত পোষাক যা পুরুষের সংস্পর্শে ফিতনার সৃষ্টি থেকে হেফাজত করবে।

মহান আল্লাহ তা’লা বলেন:
হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আল আরাফ: ৩১

পোশাক যেন অপচয়কারীর খাতায় নাম না লিখায়, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন: যদি কেউ কোনো সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে, তবে সে ঐ সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। আবু দাউদ: ৪/৪৪

অন্য ধর্মের ‘নির্দিষ্ট’ চিহ্ন বহন করে যেমন ধূতি, ক্রুশচিহ্ন ইত্যাদি পরিধান করা যাবে না।

ইবনে উমার রা: থেকে বর্ণিত। রাসূল সা: বলেন, যে ব্যক্তি গর্ব ভরে নিজের পরিধানের কাপড় মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না।সহীহ মুসলিম: ৫২৯৬
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা: থেকে বর্ণিত।
রাসূল সা: বলেছেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৬০৭

পোশাক কোনভাবেই গর্ব প্রকাশক ও খ্যাতি লাভের মানসে হবে না।

পোষাক

পোষাকের নীতিসমূহঃ

১। লজ্জাস্থানকে আবৃত করে বা অন্তরালে রাখে। পোশাক তার চারপাশ আচ্ছাদনকারী হওয়া চাই।
২। পোশাক পাতলা ও আঁটসাঁট হওয়া যাবে না।
৩। পোশাক বিপরীত লিঙ্গের সদৃশ হবে না।
৪। পোশাক কোনভাবেই গর্ব প্রকাশক ও খ্যাতি লাভের মানসে হবে না।
৫। অন্য ধর্মের ‘নির্দিষ্ট’ চিহ্ন বহন করে যেমন ধূতি, ক্রুশচিহ্ন ইত্যাদি পরিধান করা যাবে না।
৬। পোশাক যেন অপচয়কারীর খাতায় নাম না লিখায়, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।
৭। প্রাণীর ছবি সম্বলিত পোশাক পড়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।
৮। রেশমী কাপড় (সিল্ক), জাফরান রং-এর পোশাক এবং এক কাপড়ের পোশাক যা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা পুরুষদের জন্য নিষেধ।
৯। নারীর জন্য বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধিমক্ত পোষাক যা পুরুষের সংস্পর্শে ফিতনার সৃষ্টি থেকে হেফাজত করবে।

ইসলামিক শরীয়াহ অনুসারে, আওরাহ বা সতর, আরবি: ' عورةআওরাহ, ,ستر সতর হল মানব শরীরের সে সকল অংশ যেগুলো অপরের সামনে ঢেকে রাখা বাধ্যতামুলক
নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অংশ সবসময়ই আবৃত রাখা ফরয তাকে আরবীতে ‘আওরাহ’ ও ফারসীতে ‘সতর’ বলা হয়। সতর দেহের অবশ্য আবরণযোগ্য অংশ। সময় ও পরিবেশ ভিন্নতায় এবং ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে সতর পালনেও ভিন্নতা রয়েছে। পোশাক যদি এতটা আঁটসাঁট হয় যাতে দেহ কাঠামো খুব বেশী প্রকাশিত হয়ে পড়ে অথবা এতো পাতলা হয় যে শরীর দৃশ্যমান হয়ে যায়, তাহলে সতর সংরক্ষিত হয়েছে বলা যাবে না বরং ফরয লংঘিত হয়েছে ধরা হবে।

নারীর সতর

মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন:
ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। সূরা নূরঃ ৩১

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ
التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا
عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ
زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿

'যিনাত' শব্দ ব্যবহার হয় বাইরের সৌন্দর্য (কাপড়) বুঝাতে। যেমনঃ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ সূরা আরাফে (৩১ নং আয়াত)
মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও।
সাধারণতঃ প্রকাশমান- নিজে থেকে ইচ্ছায় প্রকাশ করে না বরং প্রকাশিত হয়ে যায় যা সবার কাছে লুকানো যায় না।

جيوب শব্দটি جيب এর বহুবচন- এর অর্থ জামার কলার। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] "তারা যেন তাদের সাজসজ্জা (আভরণ) প্রকাশ না করে", এখানে 'যুউবিহিন্না' বলতে ভিতরের সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে যা মুখমণ্ডল সহ গলা, কান ইত্যাদি"। (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা:) আবু বকর আল-জাস্‌সাস তার তাফসিরে বলেন: "সাজসজ্জা স্বামীর জন্য এবং পিতাসহ অন্য যাদেরকে স্বামীর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ। সাজসজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— সাজসজ্জার স্থান। আর সে স্থানগুলো হচ্ছে চেহারা, হাত ও হাতের বাহু...। আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের জন্য উল্লেখিত স্থানগুলো দেখা বৈধ। এগুলো হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সাজের স্থান। কেননা আয়াতের প্রথমাংশে বাহ্যিক সাজসজ্জা গাইরে-মাহরাম ব্যক্তিদের জন্য দেখা জায়েয করা হয়েছে। আর স্বামী ও মাহরাম ব্যক্তিবর্গের জন্য আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দেখাকে জায়েয করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে: কানের দুল, গলার হার, চুড়ি ও নূপুর...।

আয়াতে ‘খুমুরুন’(خُمُر শব্দটি خمار এর বহুবচন) যা খিমার শব্দের বহুবচন। খিমার বলতে সেই কাপড় বুঝায় যা দিয়ে নারী তার মাথা, বক্ষ ও গলা ঢেকে রাখতে পারে।[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

মু’মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার প্রশংসা করে বলেনঃ সূরা নূর নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ বাক্যাংশ শোনার পর তারা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। [বুখারীঃ ৪৭৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন তাদের মাথা এমনভাবে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল মনে হয় যেন তাদের মাথার উপর কাক রয়েছে। [আবু দাউদঃ ৪১০১]

মহান আল্লাহ নারীকে আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সামনে আসার এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। এরা ছাড়া বাকিদের সামনে সাজসজ্জা প্রকাশ করা যাবে না। সেই ব্যক্তিরা হলেন:
১) স্বামী ২) বাবা ৩) স্বামীর বাবা ৪) নিজের ছেলে ৫) স্বামীর ছেলে ৬) ভাই ৭) ভাইয়ের ছেলে ৮) বোনের ছেলে ৯) নিজের মেলামেশার মেয়েদের ১০) নিজের মালিকানাধীনদের ১১) অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোন রকমের উদ্দেশ্য নেই ১২) এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। সূরা নূরঃ ৩১

যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।-----
তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে(১) তোমাদের মা(২), মেয়ে(৩), বোন(৪), ফুফু(৫) খালা(৬), ভাইয়ের মেয়ে(৭), বোনের মেয়ে(৮), দুধমা(৯), দুধবোন(১০), শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে(১১), তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী(১২) ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে, হয়েছে(১৩)। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা নিসাঃ ২৩

৩ ধরনের সম্পর্কের কারণে মাহরাম(যাদের সাথে বিয়ে হারাম) সাব্যস্ত হয়।

১। রক্তের সম্পর্কের কারণে।
২। দুধ পানের কারনে।
৩। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে।

রক্তের সম্পর্কের কারনে যারা মাহরাম:
ক) পিতা, দাদা, দাদামহ অথবা নানা, নানামহ এভাবে যত উপর পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
খ) ছেলে, ছেলের ছেলে অথবা মেয়ের ছেলে এভাবে যত নীচ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
গ) ভাই। সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই।
ঘ) ভ্রাতৃপুত্রগণ। ছেলের দিক থেকে হোক কিংবা মেয়ের দিক থেকে। যেমন-বোনের মেয়েদের ছেলেরা, তাদের সন্তানদের ছেলেরা এভাবে যত নীচ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
ঙ) চাচা ও মামা।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা মাহরাম:
ক) স্বামীর পুত্রগণ, তাদের পুত্রের পুত্রগণ, কন্যার পুত্রগণ এভাবে যত নীচ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
খ) স্বামীর পিতা, দাদা, নানা এভাবে উপর পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
গ) কন্যার স্বামী, পুত্র সন্তানের মেয়ের স্বামী, কন্যা সন্তানের মেয়ের স্বামী এভাবে যত নীচ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
(সূরা নূর ৩১, আহকামুল কুরআন ৩/৩১৭, সহিহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবি ১০/২২, শারহুল মুন্তাহা ৩/৭, আল-মুগনী ৬/৫৫৫)

দুধ পানের কারণে যারা মাহরামঃ
রক্তের সম্পর্কের কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে শুধুমাত্র দুধ পানকারী ব্যক্তির জন্য তারাই মাহরাম হয়।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
يَحْرُمُ من الرَضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ
অর্থ: ‘দুধের সম্পর্কের কারনে ঐ সমস্ত বিষয় হারাম হয় যা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।[সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৬৪৫]

মহিলাদের জন্য মাহরাম ও গায়ের মাহরামের তালিকা

দাদা	(মাহরাম)
বাবা	(মাহরাম)
ভাই	(মাহরাম)
শ্বশুর	(মাহরাম)
স্বামী	(মাহরাম)
ছেলে	(মাহরাম)
নাতী	(মাহরাম)
চাচা	(মাহরাম)
ভাইয়ের/বোনের ছেলে	(মাহরাম)
নানা	(মাহরাম)
মামা	(মাহরাম)

মায়ের খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
চাচাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
দুলাভাই	(গায়ের মাহরাম)
বাবার খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
ফুপুর স্বামী (ফুপা)	(গায়ের মাহরাম)
ফুপাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
খালাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
মামাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
ননদের ছেলে	(গায়ের মাহরাম)
শ্বশুর/শাশুড়ির ভাই	(গায়ের মাহরাম)
দেবর/ভাসুর	(গায়ের মাহরাম)
ননদের স্বামী	(গায়ের মাহরাম)
স্বামীর খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুপাতো ভাই	(গায়ের মাহরাম)
স্বামীর দুলাভাই	(গায়ের মাহরাম)
ছেলের শ্যালক	(গায়ের মাহরাম)
ছেলে/মেয়ের শ্বশুর	(গায়ের মাহরাম)
খালার স্বামী (খালু)	(গায়ের মাহরাম)

পুরুষের জন্য মাহরাম ও গায়ের মাহরামের তালিকা

আপনার সাথে সম্পর্ক	মাহরাম | গায়ের মাহরাম
দাদী	(মাহরাম)
মা/দুধ মা	(মাহরাম)
বোন/দুধ বোন	(মাহরাম)
শাশুড়ি	(মাহরাম)
স্ত্রী	(মাহরাম)
মেয়ে/দুধ মেয়ে/সৎ মেয়ে	(মাহরাম)
ছেলের/দুধ ছেলের স্ত্রী	(মাহরাম)
ফুপু	(মাহরাম)
খালা	(মাহরাম)
ভাইয়ের/বোনের মেয়ে	(মাহরাম)
নানী	(মাহরাম)
মায়ের খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
চাচাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
ভাবী	(গায়ের মাহরাম
বাবার খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
চাচী	(গায়ের মাহরাম)
ফুফাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
খালাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
মামাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
শ্যালক/শ্যালিকার মেয়ে	(গায়ের মাহরাম)
শ্বশুর/শাশুড়ির বোন	(গায়ের মাহরাম)
শ্যালিকা	(গায়ের মাহরাম)
মামী	(গায়ের মাহরাম)
স্ত্রীর খালাতো/চাচাতো/মামাতো/ফুফাতো বোন	(গায়ের মাহরাম)
স্ত্রীর ভাবী	(গায়ের মাহরাম)
মেয়ের ননদ	(গায়ের মাহরাম)
ছেলে/মেয়ের শাশুড়ি	(গায়ের মাহরাম)

কুরআন-হাদীসের অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে মুসলিম ইমাম ও ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে,

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোরূপ সতর নেই, পর্দা নেই, নেই কোনো পোশাকের বিধান। স্বামী স্ত্রীর পোশাক আর স্ত্রী স্বামীর পোশাক। আল্লাহ বলেছেন:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"
সূরা বাকারাঃ ১৮৭

মহান আল্লাহ 'নারীগণ' না বলে 'আপন নারীগণ' বা 'তাদের নারীগণ' বলেছেন। এ নির্দেশনার আলোকে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, সৌন্দর্য বা অলঙ্কার প্রকাশের এ অনুমতি শুধু মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একজন মুসলিম নারী অন্য মুসলিম নারীর সামনে নিজের মাথা, ঘাড় ইত্যাদি অনাবৃত করতে পারেন। তবে অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীগণ পুরুষের মতই পর্দা করবেন। তাঁরা অমুসলিম নারীদের সামনে মাথার কাপড় সরাবেন না। এমনকি তাঁরা অমুসলিম নারীদেরকে মুসলিম মহিলাদের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করতে আপত্তি করেছেন। তবারী, বায়হাকী, কুরতুবি

ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

فَلَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا...

"আল্লাহর উপরে এবং আখিরাতের উপরে ঈমান স্থাপন করেছে এমন কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার নিজের ধর্মের মহিলা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা তার আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ দর্শন করবে।"বায়হাকি আস সুনান কুবরা ৭/৯৫

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ لَا تُبْدِيْهِ لِيَهُوْدِيَّةٍ وَّلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَّهُوَ النَّحْرُ وَالْقُرْطُ وَالْوِشَاحُ وَمَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَّرَاهُ إِلَّا مَحْرَمٌ

"'আপন নারীগণ' মুসলিম নারীগণ গ্রীবা, বক্ষদেশ, কর্ণ বা কর্ণের অলঙ্কার, গলার অলঙ্কার ও দেহের যে সকল অঙ্গ মাহরাম নিকটাত্মীয় ছাড়া কারো সামনে অনাবৃত করা বৈধ নয় মুসলিম রমণী তার দেহের সে স্থান কোনো ইহূদী-খৃস্টান নারীর সামনে অনাবৃত করতে পারবে না।"ইবন কাসীর ৩/২৮৫

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির ও ফকীহ মুজাহিদ (১০৪ হি.) বলেন,

لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ

"কোনো মুসলিম মহিলা কোনো অমুসলিম মহিলার সামনে নিজের মাথার ওড়না সরাবেন না।" বায়হাকি, ইবন কাসীর

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ, বই: পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, পৃ. ২৫১-২৫৪।

সালাতে নারীর সতর:

সালাতে নারীর চেহারা ব্যতীত পূর্ণ শরীর সতর, তবে হাত ও পায়ের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে যদি পর-পুরুষ তাকে না দেখে। গায়রে মাহরাম বা পর-পুরুষের দেখার সম্ভাবনা থাকলে চেহারা, হাত ও পা ঢাকা ওয়াজিব। যেমন, সালাতের বাইরেও এসব অঙ্গ পুরুষের আড়ালে রাখা ওয়াজিব। অতএব, সালাতের সময় মাথা, গর্দান ও সমস্ত শরীর পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা জরুরি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»» لا يقبل الله صلاة حائض - يعني: من بلغت الحيض - إلا بخمار

“হায়েযা (ঋতুমতী) নারীর সালাত খিমার ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না”। তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৭); আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৪১; ইবন মাজাহ; হাদীস নং ৬৫৫; আহমদ (৬/২৫৯) অর্থাৎ ঋতু আরম্ভ হয়েছে এমন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সালাত। খিমার দ্বারা উদ্দেশ্য মাথা ও গর্দান আচ্ছাদনকারী কাপড়।

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, নারী কি জামা ও খিমারে সালাত পড়তে পারে নিচের কাপড় ছাড়া? তিনি বলেন: »» إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

“যদি জামা পর্যাপ্ত হয় যা তার পায়ের পাতা ঢেকে নেয়”। আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৪০; মালিক, হাদীস নং ৩২৬ খিমার ও জামা দ্বারাই সালাত বিশুদ্ধ। এ দু’টি হাদীস প্রমাণ করে যে, সালাতে নারীর মাথা ও গর্দান ঢেকে রাখা জরুরি, যা আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদীসের দাবি। তার পায়ের বহিরাংশ (পাতা) পর্যন্ত শরীরের অংশও ঢেকে রাখা জরুরি, যা উম্মে সালামার হাদীসের দাবি। যদি পর-পুরুষ না দেখে চেহারা উন্মুক্ত রাখা বৈধ, এ ব্যাপারে সকল আহলে ইলম একমত।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের ঝুল কীভাবে রাখবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা বললেন, এতে তো তাদের পা অনাবৃত থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে রাখবে, এর বেশি নয়। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১১৭; জামে তিরমিযী ৪/২২৩; সুনানে নাসাঈ ৮/২০৯; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১/৮২

ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসে নারীর জন্য কাপড় ঝুলিয়ে রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটিই তাদের জন্য অধিক আবৃতকারী।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন: “কারণ নারী একাকী সালাত পড়লে খিমার ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে, সালাত ব্যতীত অন্যান্য সময় নিজ ঘরে মাথা উন্মুক্ত রাখা বৈধ। অতএব, সালাতে পোশাক গ্রহণ করা আল্লাহর হক। কোনো ব্যক্তির পক্ষে উলঙ্গাবস্থায় কা‘বা তাওয়াফ করা বৈধ নয়, যদিও সে রাতের অন্ধকারে একাকী হয়। অনুরূপ একাকী হলেও উলঙ্গ সালাত পড়া দুরস্ত নয়... অতঃপর তিনি বলেন: সালাতে সতর ঢাকার বিষয়টি দৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়, না দৃষ্টি রোধ করার সাথে, আর না দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাথে”। মাজমুউল ফতোয়া: (২২/১১৩-১১৪) সমাপ্ত।

নামাযে কোন নারীর পায়ের পাতাদ্বয় ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কোন দলিল আছে কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কোন স্বাধীন শরয়ি ভারপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) নারীর ওপর নামাযে তার সারা শরীর ঢেকে রাখা ওয়াজিব; কেবল চেহারা ও দুই হাতের কব্জিদ্বয় ছাড়া। কেননা নারীর গোটা দেহ সতর (আচ্ছাদন যোগ্য)। যদি কোন নারী এমন অবস্থায় নামায পড়ে যে, তার সতরের কোন একটি অংশ যেমন পায়ের গোছা, পায়ের পাতা, মাথা বা মাথার কিয়দাংশ প্রকাশ হয়ে গেছে তাহলে তার নামায সহিহ হবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "খিমার পরিধান ছাড়া আল্লাহ্ কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নামায কবুল করেন না"।[মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে সহিহ সনদে বর্ণিত; কেবল সুনানে নাসাঈ ছাড়া]

এবং যেহেতু সুনানে আবু দাউদ-এ উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে: কোন নারীর জামা ও খিমার পরে, নিম্নাংশে পরিধেয় পোশাক ছাড়া নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? তখন তিনি বলেন: নারীর গোটা অংশ সতর। চেহারার ব্যাপারে সুন্নাহ হলো: নামাযে চেহারা খোলা রাখা; যদি সেখানে কোন গাইরে মাহরামের উপস্থিতি না থাকে।

আর পায়ের পাতাদ্বয় ঢাকা জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতে, ওয়াজিব। কোন কোন আলেম পায়ের পাতা খোলা রাখার অনুমতি দেন। কিন্তু জমহুর আলেম খোলা রাখাকে হারাম মনে করেন এবং ঢেকে রাখাকে ওয়াজিব বলেন। যেহেতু আবু দাউদ উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে হাদিস সংকলন করেছেন যে, তিনি এমন নারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন: যে নারী খিমার ও কামিজ পরে নামায পড়ে? তখন তিনি বলেছিলেন: যদি কামিজ পায়ের পাতাদ্বয় ঢেকে রাখে তাহলে অসুবিধা নেই।" তাই সর্বাবস্থায় পায়ের পাতাদ্বয় ঢাকা উত্তম ও অধিক সতর্কতা।

আর হাতের কব্জিদ্বয়ের বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। যদি হাতের কব্জিদ্বয় খোলা রাখে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি ঢেকে রাখে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কোন কোন আলেমের মতে, কব্জিদ্বয় ঢেকে রাখা উত্তম। আল্লাহ্ই তাওফিকের মালিক।

সূত্র: শাইখ বিন বায-এর 'ফাতাওয়াল মারআল মুসলিমা' পৃষ্ঠা-৫৭

সালাতে পুরুষদের সতর

প্রশ্ন: সালাতে সতর তথা শরীরের কতটুকু ঢাকা আবশ্যক? হাফ প্যান্ট পরিহিত (হাঁটু ঢাকা অবস্থায়) বা হাফ শার্ট/টি শার্ট পরিধান করে সালাত আদায় করলে তা কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর:

সালাতে পুরুষদের ন্যূনতম সতর হল, দু কাঁধ এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। অর্থাৎ সর্ব নিম্ন এতটুকু ঢাকা থাকা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

অবশ্য কাঁধ ঢাকা শর্ত কি না এ ব্যাপারে সম্মানিত ফকিহদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে একাধিক বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সালাতে দু কাঁধ ঢাকার মতটি অধিক শক্তিশালী বলে প্রতিয়মান হয়। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যেন কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে সালাত আদায় না করে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ”

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সলাত আদায় করলে সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের উপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখে।” (সহীহ মুসলিম)

এ হাদিসদ্বয় থেকে দু কাঁধ ঢাকার মতটি অধিক শক্তিশালী বলে প্রতিয়মান হয়। অবশ্য যে সকল ফকিহগণ কাঁধ ঢাকার বিষয়টিকে আবশ্যক মনে করে না তাদের মতে, কাঁধ ঢাকা সালাতের একটি সৌন্দর্য বা আদব মাত্র; এর বেশি নয়। যা হোক, একান্ত জরুরি পরিস্থিতির শিকার না হলে ইচ্ছাকৃতভাবে দু কাঁধ খোলা রেখে সালাত আদায় করা ঠিক নয়।

উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য পর পুরুষ দেখার সম্ভাবনা না থাকলে মুখ মণ্ডল ও দু হাতের কব্জি ব্যতিরেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর ঢাকা আবশ্যক। আর পর পুরুষ দেখার সম্ভাবনা থাকলে মুখ ও হাতের কব্জি দ্বয়ও ঢাকতে হবে।

সুতরাং কোন পুরুষ যদি একটি গামছা/তোয়ালে দ্বারা তার দু কাঁধ ঢাকে বা হাফ শার্ট বা টি শার্ট পরিধান করে এবং এতটুকু লম্বা হাফ প্যান্ট পরিধান করে যে, তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যায় তাহলে তাতে সালাত শুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।

তবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সালাতে এত ছোট পোশাক পরা উচিৎ নয় বরং সারা শরীর সুন্দরভাবে আবৃত করত: শালীন ও রুচি সম্মত জামা-কাপড় পরিধান করাই সালাতের সৌন্দর্য ও আদব। আল্লাহু আলাম। উত্তর প্রদানে: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।।

কাপড় পরিধানের দো‘আ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّة...».

“সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য; যিনি আমাকে এ (কাপড়)টি পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন।

আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসানী হা-যা (আসসাওবা) ওয়া রযাকানীহি মিন্ গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতিন)।

আবূ দাউদঃ ৪০২৩; তিরমিযীঃ ৩৪৫৮; ইবন মাজাহঃ ৩২৮৫। আর শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন।

নতুন কাপড় পরিধানের দো‘আ

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

“হে আল্লাহ্‌! আপনারই জন্য সকল হাম্‌দ-প্রশংসা। আপনিই এটি আমাকে পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই”

আল্লা-হুম্মা লাকাল-হামদু আনতা কাসাওতানীহি। আসআলুকা মিন খইরিহি ওয়া খইরি মা সুনি‘আ লাহু। ওয়া আ‘ঊযু বিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি‘আ লাহু)।

আবূ দাউদ, নং ৪০২০; তিরমিযী, নং ১৭৬৭; বাগভী, ১২/৪০; দেখুন, মুখতাসারুশ শামাইল লিল আলবানী, পৃ. ৪৭।

অপরকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে তার জন্য দো‘আঃ

«تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى

“তুমি পুরাতন করে ফেলবে, আর মহান আল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত করবেন”

তুবলী ওয়া ইয়ুখলিফুল্লা-হু তা‘আলা)।

সুনান আবি দাউদ ৪/৪১নং ৪০২০; সহীহ আবি দাউদ ২/৭৬০।

«اِلْبَسْ جَدِيداً وَعِشْ حَمِيداً وَمُتْ شَهِيداً.

“নতুন কাপড় পরিধান কর, প্রশংসিতরূপে দিনাতিপাত কর এবং শহীদ হয়ে মারা যাও। ইলবাস জাদীদান, ওয়া ‘ইশ হামীদান, ওয়া মুত শাহীদান)।সহীহ ইবন মাজাহ ২/২৭৫।

কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে

بِسْمِ اللَّهِ বিসমিল্লাহ

“আল্লাহ্‌র নামে (খুলে রাখলাম)”। তিরমিযী ২/৫০৫, নং ৬০৬,

جزاكم الله خيرا